কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড ও জন্মগত হৃদরোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি প্রদান করে থাকে। এ মন্ত্রণালয় জি-টু-পি পদ্ধতির মাধ্যমে উপকারভোগীর মধ্যে সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা প্রদান শুর করেছে। সরকার অটিস্টিক, প্রতিবন্ধী ও এসিডদগ্ধ ব্যক্তিদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা, অটিজম রিসোর্স সেন্টার প্রতিষ্ঠা এবং অটিস্টিক শিশুদের জন্য সারাদেশে ১১ টি বিশেষায়িত বিদ্যালয় স্থাপন করেছে।

৩.৫০ উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক অসহায় দু:স্থ নারীদের জন্য খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি (ভিজিডি), মাতৃত্বকালীন ভাতা ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে ক্ষুদ্রঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিশুদের কল্যাণ নিশ্চিত করাও এ মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকার খাতের মধ্যে একটি। কর্মজীবী মহিলাদেরকে সহায়তা ্রদানের জন্য দিব-যত্ন কেন্দ্র স্থাপন করেছে। মধ্যমেয়াদে সরকার নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য বৃত্তিমূলক ও আয়বর্ধক কর্মসূচি এবং নারীর প্রতি সহিংসতার বিরুদ্ধে আইনগত সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান মূলক উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

৩.৫১ মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ এবং বাসস্থান নির্মাণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিযুদ্ধে শহীদগণের উত্তরাধিকারীগণকে রাষ্ট্রীয় সম্মানী ভাতা, রেশন ও অন্যান্য ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। গত দশ বছরে ভাতার পরিমাণ দ্বিগুণ করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচি অব্যাহত রাখার উপর মন্ত্রণালয় অগ্রাধিকার প্রদান করছে।

৩.৫২ পল্লী উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কৃষকদের প্রশিক্ষণ, ঋণ, সেচযন্ত্রসহ অন্যান্য আধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী ও ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন (এসএফডিএফ) এর কার্যক্রম ৩৬টি জেলার ১৭৪টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। কর্মহীন সময়ে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করার জন্য আট লক্ষাধিক

মানুষের ৮০ দিনের কাজের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে, যার জন্যপ্রতি বছর ১ হাজার ৬৫০ কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। মধ্যমেয়াদে, খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং খাদ্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা, খাদ্য গুদামের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা, এবং স্বল্প আয়ের লোকদের জন্য খাদ্য-বান্ধব এবং বন্টনের জন্য অভ্যন্তরীণ উৎস হতে খাদ্য সংগ্রহের মত কর্মসূচিগুলোর প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান করবে।

৩.৫৩ প্রাকৃতিক দুর্যোগকে দক্ষতার সাথে মোকাবেলা এবং মানবসৃষ্ট বিপদকে গ্রহণযোগ্য মাত্রায় রেখে দরিদ্র ও ক্ষতিগ্রস্থদের ঝুঁকি কমাতে নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিসমূহের প্রতি অগ্রাধিকার প্রদান করে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কাজ করছে। মধ্যমেয়াদি কৌশল হিসেবে মন্ত্রণালয়, ইজিপিপি, ভিজিএফ, কাবিটা, টিআর, জিআর ইত্যাদি বিদ্যমান কর্মসূচিসমূহ অব্যাহত রাখবে। পাশাপাশি দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ও পরিবহন ক্রয়, উপকূলীয় এলাকায় বহুমূখী সাইক্লোন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, অতি দরিদ্রদের জন্য ঘর নির্মাণ, এবং দুর্যোগ মোকাবেলায় মুজিব কিল্লা ও সেতু/কালভার্ট নির্মাণ, এবং বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন[৮]

৩.৫৪ বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বহুলাংশে গ্রামীণ উন্নয়ন এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার শক্তিশালীকরণের উপর নির্ভরশীল। সরকারের গৃহীত নানা পদক্ষেপের ফলে গ্রামীণ অর্থনীতিতে বৈচিত্র্য ও প্রাণচাঞ্চল্য এসেছে। কৃষি এবং অকৃষি- সকল ক্ষেত্রে কর্মকান্ড বেড়েছে বহুগুণ। স্থানীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনাকে বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ করা হয়েছে। সরকারি অর্থ সঠিকভাবে বন্টন, লোকবল কাঠামো নির্ধারণ ও অন্যান্য প্রশাসনিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে জেলা পরিষদসমূহকে ক, খ ও গ ক্যাটাগরিতে শ্রেণিবিন্যাস করা হয়েছে। স্বল্প খরচ ও কম সময়ে তৃণমূল পর্যায়ে ডিজিটাল সেবা পৌঁছে দিতে ইউনিয়ন পরিষদে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে জনগণকে ১১২ ধরণের সেবা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

---

[৮] স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় এর বিভিন্ন কার্যক্রম এ খাতের অন্তর্ভুক্ত।

৩.৫৫ 'একটি বাড়ি একটি খামার' প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২০ সালের মধ্যে ১ লক্ষ ২ হাজার গ্রাম সংগঠনের আওতায় ৬০ লক্ষ দরিদ্র পরিবারকে সুসংগঠিত করে দারিদ্র্য বিমোচনের কাজ চলছে। 'পল্লী জনপদ' নামে আধুনিক আবাসন প্রতিষ্ঠার মত উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অন্যদিকে, শহরাঞ্চলে সড়ক/ফুটপাত নির্মাণ, ড্রেন নির্মাণ, পয়ঃনিষ্কাশন সুবিধা সম্প্রসারণ, সড়ক মেরামত, বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ, ডাস্টবিন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্থাপন, যানজট নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ফ্লাইওভার নির্মাণ ইত্যাদির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, মিয়ানমার হতে আশ্রয় নেয়া ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বাংলাদেশে আবাসন নির্মান, খাবার পানি সরবরাহ, স্যানিটারী ল্যাট্রিন স্থাপন, রাস্তা নির্মাণসহ স্বাস্থ্য ও অন্যান্য জরুরী সেবা প্রদানের বিপুল কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

৩.৫৬ **'গ্রাম হবে শহর'** স্লোগানকে সামনে রেখে সরকার পল্লী উন্নয়নকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে, এবং 'আমার গ্রাম – আমার শহর' কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করে পল্লী এলাকায় প্রতিটি গ্রামকে আধুনিক শহরের সকল সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যেমন, উন্নত যোগাযোগ অবকাঠামো স্থাপন, আধুনিক স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষার সুযোগ তৈরি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি সরবরাহ বৃদ্ধি, এবং কম্পিউটার ও দ্রুতগতির ইন্টারনেট সুবিধা প্রদান ইত্যাদি। এছাড়াও, সরকার গ্রাম পর্যায়ে কৃষিযন্ত্র সেবাকেন্দ্র ও ওয়ার্কশপ স্থাপন, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি, হাল্কা যন্ত্রপাতি তৈরি ও বাজারজাতকরণে ঋণ সুবিধাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

৩.৫৭ পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে কৃষি ও অকৃষি উভয় খাতের অবকাঠামো উন্নয়নকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। এছাড়াও, প্রাথমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার বিস্তার, জনগণের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ, এবং উপজাতি জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত সুরক্ষাও এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত।

৩.৫৮ স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন খাতে মোট ব্যয় বার্ষিক গড়ে ৮.৬৫ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪৩৯.৯৮ বিলিয়ন টাকা হবে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

নিম্নের টেবিল-এ ২০১৬-১৭ হতে ২০২১-২২ অর্থবছরের জন্য সরকারের খাতভিত্তিক সরকারি ব্যয়ের চিত্র (প্রক্ষেপনসহ) তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৩.১৪: খাতভিত্তিক ব্যয় (অর্থবছর ২০১৭-২০২২)

খাতের নাম	ব্যয় এবং বরাদ্দ (বিলিয়ন টাকা)					
	প্রকৃত	প্রকৃত	সংশোধিত	বাজেট	প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
জনপ্রশাসন	৩১৩.০০	২৭৮.৬৪	৭৮৪.০৭	৯৯৭.৬৪	১০৮৫.৮০	১১৯৩.৬৬
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন	১৭৯.১০	২১৫.৭৪	৩৪৩.২১	৩৭৮.৮৪	৪০১.৪৯	৪৩৯.৯৮
প্রতিরক্ষা	২৩৬.২০	২১১.৪৮	৩০৭.০১	৩২১.০০	৩৪২.৪২	৩৬৬.৩৮
জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা	১৯৬.৯০	২২০.৫২	২৮০.৬৭	২৭৬.৩৬	২৯৪.০৮	৩১৪.৬০
শিক্ষা ও প্রযুক্তি	৪৮৬.৪০	৪৭৫.৭৪	৬৬২.৭৩	৭৯৪.৮৫	৮৭৩.৪৮	৯৬০.০৫
স্বাস্থ্য	৬৬.২০	১৬৮.৩৯	২২৩.৪০	২৫৭.৩৩	২৮১.০৯	৩০৯.২১
সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ	১৬২.১০	১৮০.৯১	২৬৬.৩৭	২৯৪.৫৭	৩১০.৭৬	৩৪১.৩৯
গৃহায়ন	৫০.১০	৩৪.৫৬	৬১.৪৫	৬৬.০৩	৭১.৩১	৭৭.০২
সংস্কৃতি, বিনোদন ও ধর্ম	৩২.৪০	৩০.৮৪	৪৫.৬৪	৪৩.৮৯	৪৭.৬৬	৫২.০৩
জ্বালানি ও বিদ্যুৎ	১৪৬.২০	২৮৫.৬২	২৬৫.০২	২৮০.৫০	২৯৫.৫১	৩১১.৩৯
কৃষি	১৬৮.৯০	১৯১.২৬	২৫৩.৫৫	২৮৩.৫১	৩১০.৫২	৩৪০.০৪
শিল্প ও অর্থনৈতিক সেবা	২২.০০	২৪.২৫	৩৭.২৭	৩৮.৯০	৪১.৩১	৪৪.২২
পরিবহন ও যোগাযোগ	২২৯.০০	৪০০.৭৩	৪৯২.১১	৬৪৮.৪২	৭০৯.৩০	৭৭৫.৯৩
মোট কর্মসূচি ব্যয়	**২২৮৮.৫০**	**২৭১৮.৬৮**	**৪০২২.৫০**	**৪৬৮১.৮৪**	**৫০৬৪.৭৩**	**৫৫২৫.৯০**

চতুর্থ অধ্যায়

রাজস্ব আহরণ ও ঋণ কৌশল

টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত রাজস্ব পরিসর সৃষ্টি করতে রাজস্ব আহরণ সরকারের রাজস্ব নীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ হওয়ার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো যেমন: সামাজিক-স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং ভৌত অবকাঠামোর ঘাটতি মেটানোর জন্য জাতীয় বাজেটের আকার বৃদ্ধি করা দরকার। ভৌত অবকাঠামোতে অধিক ব্যয় টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য অপরিহার্য যা ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে সাহায্য করবে। ঘাটতি অর্থায়নের জন্য, উচ্চ সুদের ব্যাংক বহির্ভূত ঋণের ব্যবহার কমিয়ে আনা এবং স্বল্প সুদের বহি: উৎস থেকে অর্থায়ন সরকারের জন্য উপযুক্ত কৌশল হবে।

৪.২ এই অধ্যায়টিতে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজস্ব আদায় পরিস্থিতির সাথে সমমানের কয়েকটি দেশ ও সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক ব্লকসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের রাজস্ব আদায় পরিস্থিতির বর্তমান প্রবণতা, ২০১৮-১৯ সালের রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি, রাজস্ব খাতে সংস্কারসমূহ, তিন বছরের (২০২০-২০২২) মধ্যমেয়াদী রাজস্ব পূর্বাভাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যাতে রাজস্ব আহরণ কৌশল সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। সর্বশেষে ঘাটতি অর্থায়ন পদ্ধতি, ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশল এবং সরকারের প্রচ্ছন্ন দায় বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

রাজস্ব আহরণের অবস্থান

৪.৩ বিগত দশক ধরে টেকসই উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন সত্ত্বেও বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণে আশানুরূপ সাফল্য অর্জনে পিছিয়ে আছে। বাংলাদেশের রাজস্ব আহরণ (জিডিপি'র শতাংশে) আঞ্চলিক এবং বহির্বিশ্বের সমতুল্য দেশগুলোর তুলনায় কম। গত পাঁচ বছরে দেশের রাজস্ব-জিডিপি'র অনুপাত

ছিল গড়ে ১০.২ শতাংশ যেখানে উদীয়মান ও উন্নয়নশীল এশিয়ায় এ হার ছিল ২৬.৭ শতাংশ এবং সাব-সাহারা আফ্রিকার দেশসমূহে ছিল ১৭.৮ শতাংশ। এমনকি, রাজস্ব আহরণে প্রতিবেশী দেশ যেমন-ভারত (২০.৩), নেপাল (২৩.৩), পাকিস্তান (১৫.২) এবং শ্রীলংকার (১৩.৩) অবস্থানও আমাদের চেয়ে এগিয়ে (সারণি ৪.১)। তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায়, গত এক দশকে বাংলাদেশের টেকসই উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও রাজস্ব আহরণ কৌশলে দুর্বলতা রয়েছে। তাই মধ্য মেয়াদে টেকসই রাজস্ব অবস্থানের জন্য আমাদের রাজস্ব সংগ্রহের কৌশল পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সারণি ৪.১: রাজস্ব আহরণে তুলনামূলক চিত্র

দেশ/অঞ্চল	মোট রাজস্ব আহরণ (জিডিপি'র শতাংশে)					
	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	গড়
বাংলাদেশ	১০.৯	৯.৮	১০.১	১০.২	১০.১	১০.২
ভারত	১৯.২	২০.৩	২০.৯	২০.৯	২০.৬	২০.৩
নেপাল	২০.৪	২০.৮	২৩.৪	২৬.৩	২৫.৫	২৩.৩
পাকিস্তান	১৫.২	১৪.৫	১৫.৫	১৫.৭	১৫.৩	১৫.২
শ্রীলংকা	১১.৬	১৩.৩	১৪.২	১৩.৮	১৩.৫	১৩.৩
উন্নত দেশসমূহ	৩৬.৫	৩৬.১	৩৬.০	৩৬.১	৩৬.২	৩৬.২
উদীয়মান এবং উন্নয়নশীল এশিয়া	২৫.৩	২৫.৮	২৫.৫	২৪.৯	২৭.২	২৬.৭
ASEAN-৫	১৯.৪	১৮.৯	১৮.২	১৭.৮	১৮.৪	১৮.৫
সাব-সাহারা আফ্রিকা	১৯.৪	১৭.৬	১৬.৬	১৭.৩	১৮.২	১৭.৮

উৎসঃ World Economic Outlook, আইএমএফ, এপ্রিল, ২০১৯

রাজস্ব আদায়ের গতিধারা

৪.৪ বাংলাদেশ বিগত পাঁচ বছরে রাজস্ব আদায়ে গড়ে ১১.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যদিও রাজস্ব বৃদ্ধির এই পথ মসৃণ ছিল না। বরং, এই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির উল্লেখযোগ্য উত্থান-পতন হয় (৬.১ শতাংশ বিচ্যুতি)। রাজস্ব প্রবৃদ্ধি ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ছিল সর্বোচ্চ ১৮.৫ শতাংশ এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ছিল সর্বনিম্ন ৪.০ শতাংশ। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের পর রাজস্ব প্রবৃদ্ধির উর্ধ্বগামী প্রবণতা কমে যায় বিশেষ করে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এটি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায় (চিত্র ৪.১)। ২০১৫-১৬ সালের পরে ধীরগতির রাজস্ব আহরণ রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রকৃত

রাজস্ব আহরণের মধ্যে পার্থক্য বাড়িয়েছে। ফলে এই পার্থক্য ২০১৩-১৪ অর্থবছরে ২.০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ৩.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। রাজস্ব আহরণে নিম্নগতির প্রভাবে ভৌত অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক নিরাপত্তায় ব্যয়ের জন্য রাজস্ব পরিসর কিছুটা সংকুচিত করেছে। অতএব, রাজস্ব প্রশাসনে উল্লেখযোগ্য সংস্কার, বিশেষ করে কর ভিত্তির সম্প্রসারণ, কর হার যৌক্তিকীকরণ এবং উন্নত প্রতিপালন ও পরিষেবার জন্য রাজস্ব ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করা প্রয়োজন।

সারণি ৪.২: রাজস্ব আহরণ (২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)

(বিলিয়ন টাকা)

	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা	১৬৭৪.৬	১৮২৯.৫	২০৮৪.৪	২৪২৭.৫	২৮৭৯.৯
(বাজেট)	(১২.৫)	(১২.১)	(১২.০)	(১২.৩)	(১২.৮)
রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা	১৫৬৬.৭	১৬৬৩.৭	১৭৭৪.০	২১৮৫.০	২৫৯৪.৫
(সংশোধিত বাজেট)	(১১.৭)	(১০.৮)	(১০.২)	(১১.১)	(১১.৫)
প্রকৃত রাজস্ব আহরণ	১৪০৩.৮	১৪৫৯.৬	১৭২৯.৫	২০০৭.৫	২১৬৫.৬
	(১০.৪)	(৯.৬)	(১০.০)	(১০.২)	(৯.৬)
	{৯.৪}	{৪.০}	{১৮.৫}	{১৬.৪}	{৭.৬}

উৎসঃ অর্থ বিভাগ; () বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশে, {}- বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%) নির্দেশ করে

চিত্র ৪.১: রাজস্ব প্রবৃদ্ধি (২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮)

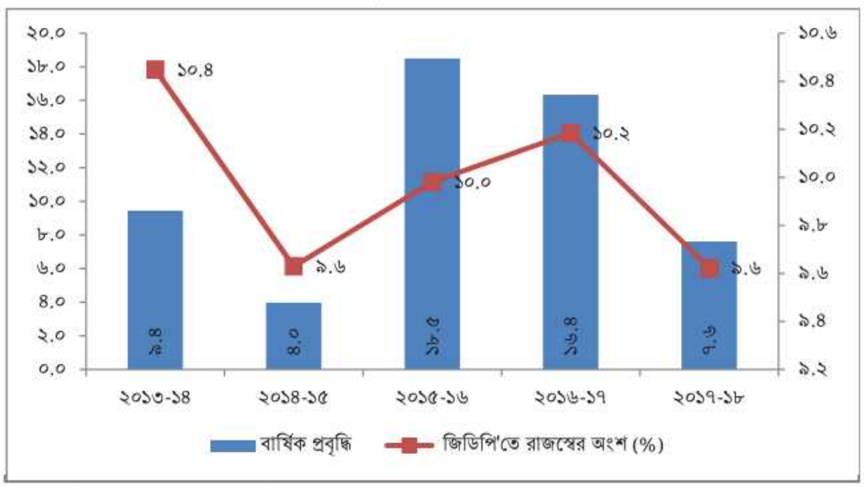

সূত্রঃ চিত্রটি সারণি ৪.২- এর ডাটা ব্যবহার করে অঙ্কন করা হয়েছে

চিত্র ৪.২: রাজস্ব আহরণের চিত্র (জিডিপি'র শতাংশে)

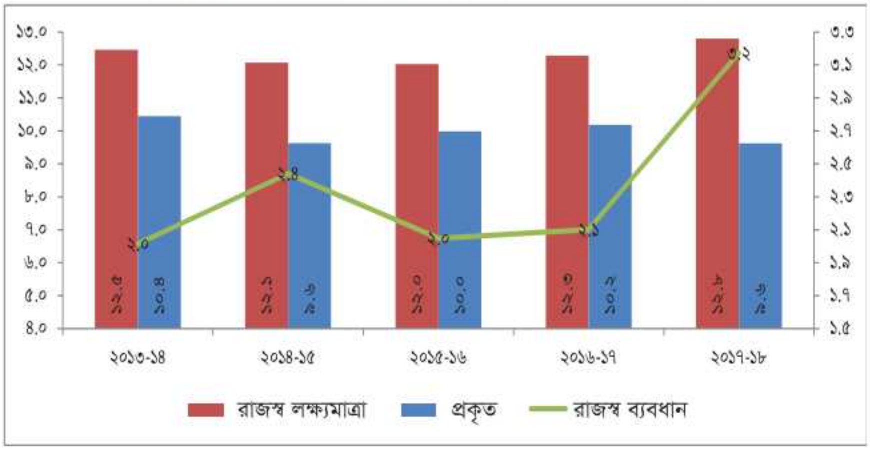

সূত্রঃ চিত্রটি সারণি ৪.২- এর ডাটা ব্যবহার করে অঙ্কন করা হয়েছে

উৎস ভিত্তিক রাজস্ব আহরণ

৪.৫। কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্ব (এনটিআর) হলো রাজস্ব আদায়ের দুটি মূল উৎস। বিগত পাঁচ বছরে রাজস্ব আদায়ে কর রাজস্ব ও কর বহির্ভূত রাজস্বের অবদান ছিল যথাক্রমে গড়ে ৮৭.৪ এবং ১২.৬ শতাংশ। কর রাজস্বের অধিকাংশ (৯৬.৩ শতাংশ) সংগ্রহ করে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড। বাকী (৩.৭ শতাংশ) কর রাজস্ব, যা এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব হিসেবে পরিচিত, যেমন- মাদক দ্রব্য ও মদ জাতীয় পানীয়ের উপর কর, যানবাহন কর, ভূমি কর ও নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্প কর সংশ্লিষ্ট সরকারি সংস্থার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। বিগত পাঁচ বছরে রাজস্ব আদায়ে মোট কর রাজস্বের পরিমাণ বেড়েছে গড়ে ১৩.৮ শতাংশ যার মধ্যে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সর্বোচ্চ ১৭.৯ শতাংশ এবং ২০১৩-১৪ অর্থবছরে সর্বনিম্ন ৮.০ শতাংশ ছিল। অপরদিকে, কর বহির্ভূত রাজস্ব যা প্রধানত প্রশাসনিক ফি এবং চার্জ, লভ্যাংশ ও মুনাফা এবং সুদের আয় থেকে আসে তা বিগত পাঁচ বছরে গড়ে ২.২ শতাংশ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে । এসময়ে কর রাজস্বের উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে কর-জিডিপি অনুপাত ৮.৬ শতাংশে আটকে আছে।

সারণি ৪.৩: রাজস্ব আদায়ে উৎস ভিত্তিক অবদান

(বিলিয়ন টাকা)

রাজস্বের উৎস	অর্থবছর				
	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
(ক) কর রাজস্ব (ক১+ক২)	১১৬০.৩	১২৮৭.৯	১৫১৮.৮	১৭৭৮.৭	১৯৪৩.৩
	(৮২.৭)	(৮৮.২)	(৮৭.৮)	(৮৮.৫)	(৮৯.৭)
	{৮.৬}	{৮.৫}	{৮.৮}	{৯.০}	{৮.৬}
(ক১) এনবিআর কর রাজস্ব	১১১৪.২	১২৩৯.৭	১৪৬২.৪	১৭১৬.৪	১৮৭১.০
	(৭৯.৪)	(৮৪.৯)	(৮৪.৬)	(৮৫.৩)	(৮৬.৪)
(ক২) এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব	৪৬.১	৪৮.২	৫৬.৪	৬৪.৪	৭২.২
	(৩.৩)	(৩.৩)	(৩.৩)	(৩.২)	(৩.৩)
(খ) কর বহির্ভূত রাজস্ব	২৪৩.৪	১৭১.৭	২১০.৭	২৩১.৬	২২২.৩
	(১৭.৩)	(১১.৮)	(১২.২)	(১১.৫)	(১০.৩)
মোট রাজস্ব (ক+খ)	১৪০৩.৭	১৪৫৯.৭	১৭২৯.৫	২০১২.৩	২১৬৫.৬

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, () বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা মোট রাজস্বের অংশ, {}- জিডিপি'র শতাংশ নির্দেশ করে

এনবিআর কর রাজস্ব

৪.৬। যেহেতু জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বিগত পাঁচ বছরে গড়ে কর রাজস্বের ৯৬.৩ শতাংশ এবং মোট রাজস্বের ৮৪.১ শতাংশ সংগ্রহ করেছে, তাই এনবিআর এর রাজস্ব আহরণ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। এনবিআর করের মধ্যে রয়েছে আয় ও মুনাফার ওপর কর, মূল্য সংযোজন কর (মূসক), আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক ও সম্পূরক শুল্ক এবং অন্যান্য শুল্ক। এটি বিগত পাঁচ বছরে গড়ে ১৩.৮ শতাংশ বেড়েছে। এনবিআর কর রাজস্বের সবচেয়ে বড় উৎস মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বিগত পাঁচ বছরে গড়ে ৩৬.৯ শতাংশ অবদান রেখেছে। একই সময়ে এনবিআর কর রাজস্বের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ উৎসসমূহ হচ্ছে আয় ও মুনাফার কর (৩২.০ শতাংশ), সম্পূরক শুল্ক (১৭.৮ শতাংশ) এবং শুল্ক কর (১১.৭ শতাংশ)।

সারণি ৪.৪: এনবিআর কর রাজস্বের উৎসসমূহ

(বিলিয়ন টাকা)

রাজস্বের উৎস	অর্থ বছর				
	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
আয় ও মুনাফার ওপর কর	৩৭৮.৩	৪০৭.২	৪৫০.৮	৫২৫.০	৫৯০.৩
	(৩৩.৯)	(৩২.৮)	(৩০.৮)	(৩০.৬)	(৩১.৬)
	{১০.০}	{৭.৭}	{১০.৭}	{১৬.৫}	{১২.৪}
শুল্ক কর	১৩১.৩	১৪৮.৯	১৭৮.০	২০৭.৬	১৯৯.৯
	(১১.৮)	(১২.০)	(১২.২)	(১২.১)	(১০.৭)
	{৩.৯}	{১৩.৫}	{১৯.৫}	{১৬.৭}	{-৩.৮}
মূসক	৪১০.৮	৪৫৩.৮	৫৪৫.৮	৬৩৮.৭	৬৮২.২
	(৩৬.৯)	(৩৬.৬)	(৩৭.৩)	(৩৭.২)	(৩৬.৫)
	{৬.২}	{১০.৫}	{২০.৩}	{১৭.০}	{৬.৮}
সম্পূরক শুল্ক	১৭৯.৩	২১০.৮	২৬১.৩	৩১৫.২	৩৬৫.১
	(১৬.১)	(১৭.০)	(১৭.৯)	(১৮.৪)	(১৯.৫)
	{১০.০}	{১৭.৬}	{২৪.০}	{২০.৬}	{১৫.৮}
অন্যান্য এনবিআর কর	১৪.৬	১৯.২	২৬.৬	২৯.৯	৩৩.৬

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, () বন্ধনীর ভিতরের অংকসমূহ কর রাজস্বের শতাংশে, { } - বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%) নির্দেশ করে

চিত্র ৪.৩: এনবিআর কর রাজস্বের প্রধান উৎসসমূহের বার্ষিক প্রবৃদ্ধির প্রবণতা (%)

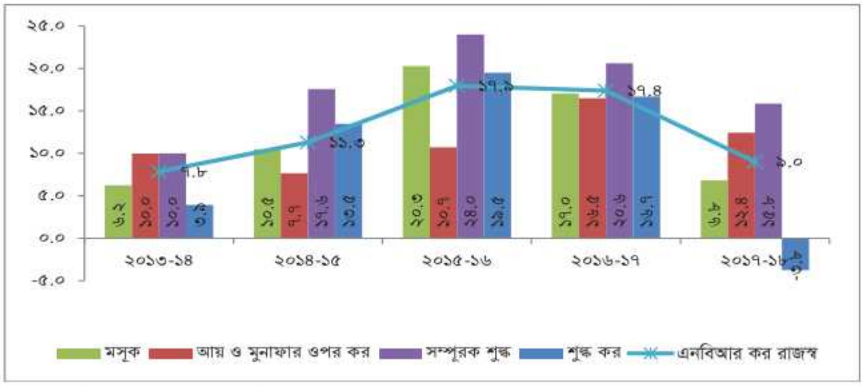

সূত্রঃ চিত্রটি সারণি ৪.৪- এর ডাটা ব্যবহার করে অঙ্কন করা হয়েছে

৪.৭। গত পাঁচ বছরে ১৩.৮ শতাংশ গড় প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও, এনবিআর কর রাজস্ব বৃদ্ধির হার উল্লেখযোগ্যভাবে উঠানামা করেছে (বিচ্যুতি ৪.৭ শতাংশ)। বিশেষ করে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের পর থেকে এনবিআর কর রাজস্ব বৃদ্ধি হার হ্রাস পেতে থাকে (চিত্র ৪.৩)। এনবিআর কর রাজস্বের উর্ধ্বগামী প্রবণতা (২০১৩-১৪ অর্থবছর থেকে ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত) পরবর্তীকালে গতি হারিয়ে ফেলে; বিশেষ করে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এটি উল্লেখযোগ্যহারে কমে যায়। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এনবিআর কর রাজস্বের সকল উপাদানের প্রবৃদ্ধি শ্লথ হয়েছে বিশেষ করে মূল্য সংযোজন কর (মূসক)-এর প্রবৃদ্ধি উল্লেখযোগ্যহারে শ্লথ হয়েছে। এমনকি ঐ অর্থবছরে শুল্ক করের ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি হয়েছে যা ঐ অর্থবছরের সামগ্রিক এনবিআর কর রাজস্বের প্রবৃদ্ধিকে কমিয়েছে।

এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব

৪.৮। ২০১৩-১৪ হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত বিগত পাঁচ বছরে মোট রাজস্বে এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্বের অবদান গড়ে ৩.৩ শতাংশ ছিল। একই সময়ে এই উৎস হতে রাজস্ব আদায়ের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ১১.৯ শতাংশ (সারণি ৪.৩)।

কর বহির্ভূত রাজস্ব

৪.৯। কর বহির্ভূত রাজস্ব ২০১৩-১৪ অর্থবছর হতে ২০১৭-১৮ অর্থবছর নাগাদ ৯.৭ শতাংশ কমেছে (সারণি ৪.৫)। গত পাঁচ বছরে কর বহির্ভূত রাজস্বের উল্লেখযোগ্য উত্থান-পতন ঘটে (বিচ্যুতি ২০.৮ শতাংশ)। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে এটির সর্বোচ্চ প্রবৃদ্ধি ছিল ২২.৭ শতাংশ এবং এর পূর্ববর্তী বছরে সর্বনিম্ন প্রবৃদ্ধি ছিল -২৯.৫ শতাংশ (চিত্র ৪.৪)। এই সময় কর বহির্ভূত রাজস্বের প্রধান দুটি উপাদান মুনাফা এবং লভ্যাংশ, প্রশাসনিক ফি এর উত্থান-পতন হয় এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই দুটি উল্লেখযোগ্য কমে যায়। ফলে কর বহির্ভূত রাজস্ব সংগ্রহ উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায় এবং এতে মোট রাজস্বে কর বহির্ভূত রাজস্বের অবদান হ্রাস পায় ।

সারণি ৪.৫: কর বহির্ভুত রাজস্বের উৎসসমূহ

(বিলিয়ন টাকা)

	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
মুনাফা ও লভ্যাংশ	৪৪.৯	৩১.০	৩১.০	৩২.৩	১৯.৫
	(-৫.৭)	(-৩১.০)	(০.০)	(৪.২)	(-৩৯.৮)
প্রশাসনিক ফি	৩০.৩	৩৩.১	৩৩.৫	৩৮.৯	২৫.৭
	(-৪.৭)	(৯.২)	(১.২)	(১৬.১)	(-৩৩.৯)
সুদ	৬.৭	৭.৮	৭.৮	২২.১	১৯.৯
জরিমানা	৩.৪	২.৮	২.৮	৫.৮	৬.০
সেবা হতে আয়	৭.৮	৭.৬	৭.৬	৫.৮	৩৫.৫
টোল ও লেভী	৩.১	৩.৫	৩.৫	১১.০	৬.১
অ-বাণিজ্যিক বিক্রয়	৪.১	৫.০	৫.০	৫.৫	১৭.৪
রাজস্ব মূলধন	০.৮	০.৬	০.৭	২.৫	৭.০
অন্যান্য কর ব্যতীত রাজস্ব	১৪৩.২	৮০.৯	৮০.২	১০৪.৮	৮০.৬
মোট কর ব্যতীত রাজস্ব	২৪৩.৪	১৭১.৭	২১০.৩	২৩১.৬	২২২.৩
কর ব্যতীত রাজস্বর প্রবৃদ্ধি	(১৭.০)	(-২৯.৫)	(২২.৫)	(৯.৩)	(-৩.৩)

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, () বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%) নির্দেশ করে

চিত্র ৪.৪: কর বহির্ভূত রাজস্ব বৃদ্ধির প্রবণতা (%)

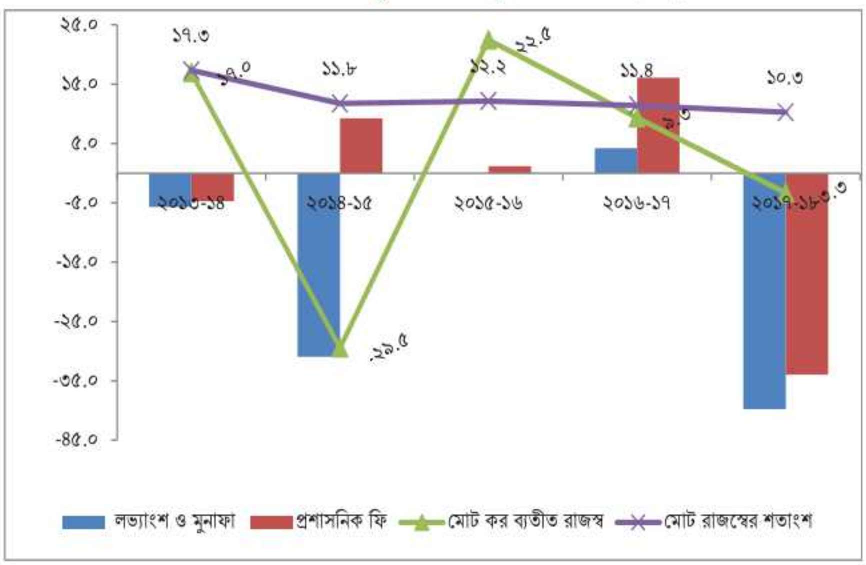

সূত্রঃ চিত্রটি সারণি ৪.৫- এর ডাটা ব্যবহার করে অঙ্কন করা হয়েছে

২০১৮-১৯ অর্থবছরের সামগ্রিক রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত)

৪.১০। মোট রাজস্ব সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ৩.৪ ট্রিলিয়ন টাকা (মূল বাজেট) থেকে সংশোধন করে সংশোধিত বাজেটে ৩.২ ট্রিলিয়ন টাকা (৭ শতাংশ কমিয়ে) করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব আহরণের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণে ২০১৭-১৮ অর্থবছরের প্রকৃত রাজস্ব আহরণ থেকে ৪৬.২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি ধরা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ পর্যন্ত মোট রাজস্ব আদায় হয়েছে ১.৬ ট্রিলিয়ন টাকা যা, ঐ বছরের সংশোধিত বাজেট লক্ষ্যমাত্রার ৫১.৪ শতাংশ। রাজস্ব আহরণে এনবিআর কর, এনবিআর বহির্ভূত কর এবং কর বহির্ভূত রাজস্ব এর অবদান যথাক্রমে ৮৬.০ শতাংশ, ৩.০ শতাংশ এবং ১১.০ শতাংশ। গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে এনবিআর কর রাজস্ব ১৪.৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এনবিআর করের দুটি উপাদান ভ্যাট এবং আয় ও মুনাফার উপর কর গত অর্থবছরের প্রথম আট মাসের তুলনায় যথাক্রমে ১৫.৩ এবং ৩১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সময়ে কর বহির্ভূত রাজস্বের ২০.৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে অন্যদিকে এনবিআর বহির্ভূত কর রাজস্ব ৩.৩ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

৪.১১। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রথম আট মাসের রাজস্ব সংগ্রহ বিবেচনায় দেখা যায়, প্রকৃত রাজস্ব আয় সংশোধিত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে কম হতে পারে। তবুও এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার করের ভিত্তি বাড়ানো এবং কর প্রশাসনে প্রতিপালন ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করছে।

সারণি ৪.৬: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণ পরিস্থিতি

(বিলিয়ন টাকা)

খাত	২০১৮-১৯		২০১৮-১৯ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি)	রাজস্ব আহরণ/ সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা (%)	২০১৭-১৮ (জুলাই-ফেব্রুয়ারি)	বার্ষিক প্রবৃদ্ধি (%)
	বাজেট	সংশোধিত	প্রকৃত		প্রকৃত	
মোট রাজস্ব	৩৩৯২.৮	৩১৬৬.৮	১৬২৭.১	৫১.৪	১৪১৮.৬	১৪.৭
কর রাজস্ব	৩০৫৯.৩	২৮৯৬.৬	১৪৪৮.৩	৫০.০	১২৭০.০	১৪.০
এনবিআর কর	২৯৬২.০	২৮০০.৬	১৩৯৯.৬	৫০.০	১২১৯.৬	১৪.৮
আয় এবং মুনাফা	৮৫১.৮	৯৮২.৮	৪৫৫.১	৪৬.৩	৩৪৬.২	৩১.৫
মূল্য সংযোজন কর	৯১২.৫	১৩৫০.০	৫২৭.০	৩৯.০	৪৫৭.১	১৫.৩
সম্পূরক শুল্ক	৪৮৭.৭	১৩৮.৮	২৩৬.৬	১৭০.৪	২৩৫.০	০.৭
অন্যান্য কর এবং শুল্ক	৭১০.১	৩২৯.১	১৮০.৯	৫৫.০	১৮১.৩	-০.২
এনবিআর বহির্ভূত কর	৯৭.৩	৯৬.০	৪৮.৭	৫০.৭	৫০.৪	-৩.৩
কর বহির্ভূত রাজস্ব	৩৩৩.৫	২৭০.২	১৭৮.৮	৬৬.২	১৪৮.৬	২০.৩

উৎস: অর্থ বিভাগ

রাজস্ব খাতে সংস্কার কার্যক্রম

৪.১২। মূলত নিম্ন কর প্রতিপালন এবং কর ভিত্তির সংকীর্ণ অবস্থার কারণে বাংলাদেশের কর-জিডিপি'র অনুপাতের উন্নতি হয়নি। সুতরাং, কর সংস্কারের মূল লক্ষ্য হবে কর হার বৃদ্ধি না করে প্রতিপালনের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বাড়ানো। দেশে কর ব্যবস্থাপনায় ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন, যেমন ১) রাজস্ব প্রশাসন শক্তিশালীকরণ এবং উন্নত প্রতিপালন ২) করের ভিত্তি সম্প্রসারণ এবং কর কাঠামোর সহজীকরণ ৩) দীর্ঘ সময় ধরে কর অব্যাহতি এবং অবকাশ প্রথার বিলোপ সাধন।

৪.১৩। বিদ্যমান করের সংকীর্ণ ভিত্তিকে প্রসারিত করতে কর নীতি এবং কর প্রশাসনে প্রয়োজনীয় সংস্কার বাস্তবায়নে সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, সরকার রাজস্ব প্রশাসনের আইনগত ও কাঠামোগত নানা সংস্কার কার্যক্রম

হাতে নিয়েছে, যার অনেকগুলো ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অন্যগুলো এখনো চলমান রয়েছে। যেসব সংস্কার বাস্তবায়িত হয়েছে এবং যেগুলো চলমান রয়েছে সেগুলো নিম্নরূপ:

- ✓ মূসক এবং সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২, যা ২০১৭-১৮ অর্থবছর হতে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল সেটি ২০১৯-২০ অর্থবছরের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হবে। এনবিআর উহার স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শেক্রমে উক্ত আইন এর কিছু সংশোধনী তৈরি করেছে। এ সংশোধনীসমূহের মধ্যে বহুমুখী মূসক হার, কেন্দ্রীয় নিবন্ধীকরণ এবং ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট অন্তর্ভূক্ত। একই সাথে মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক বিধিমালা, ২০১৬ সংশোধিত আকারে জুলাই, ২০১৯ থেকে কার্যকর হবে । নতুন মূসক আইন বাস্তবায়নের ফলে মূল্য সংযোজন কর এবং সম্পূরক শুল্ক সংগ্রহের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হবে যেটি রাজস্ব-জিডিপি অনুপাতকে বাড়াবে বলে আশা করা হচ্ছে।
- ✓ মূল্য সংযোজন কর ফাঁকি রোধ এবং এর সংগ্রহের পরিমাণ বাড়াতে সরকার সেলস ডাটা কন্ট্রোলার মেকানিজমসহ ইলেক্ট্রনিক ফিসক্যাল ডিভাইস (ইএফডি) ভ্যাট প্রদানকারীদের নিকট প্রেরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ ধারাবাহিকতায়, সরকার ১,০০,০০০টি ইএফডি'র প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়া শুরু করেছে যা জুলাই ২০১৯ থেকে ব্যবহার করা হবে।
- ✓ বর্তমানে অর্থনৈতিক অঞ্চলে কর অবকাশ ও হ্রাসকৃত কর সুবিধাসহ অর্থনীতির অনেকগুলো খাত কর অবকাশ সুবিধা উপভোগ করছে। সাধারণত কর প্রণোদনা যতটা উন্নত দেশে কাজ করে ততটা উন্নয়নশীল দেশে কাজ করে না (OECD, ২০০২)। তাই যে সকল ক্ষেত্রে কর অবমুক্তি ও কর অবকাশের সময়সীমা পার হয়েছে সে সকল সুবিধাসমূহ বাতিলসহ কর্পোরেট কর ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো প্রয়োজন।
- ✓ নতুন শুল্ক আইন পাশের জন্য শীঘ্রই সংসদে পেশ করা হবে। এর মাধ্যমে বিদ্যমান শুল্ক আইন, ১৯৬৯ প্রতিস্থাপিত হবে। বিশ্ব শুল্ক সংস্থা কর্তৃক সংশোধিত কিয়োটো চুক্তি এবং বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বাণিজ্য সহায়তা চুক্তিসহ আন্তর্জাতিক উত্তম অনুশীলনসমূহ নতুন শুল্ক আইনে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। নতুন শুল্ক আইনে শুল্ক প্রক্রিয়াকে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং সহজীকরণ করা হয়েছে যার মাধ্যমে কাষ্টম শুল্ক আদায় সহজ হবে।

- ✓ শুল্ক প্রশাসন সংস্কারের সাথে সাথে, সরকার শুল্ক পরিদর্শনের সকল পয়েন্টে স্ক্যানিং মেশিন স্থাপনের পরিকল্পনা করছে যাতে সকল আমদানি এবং আমদানি চালান সমূহ স্ক্যানিং প্রক্রিয়াভূক্ত হয়। একই সাথে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়াকে কার্যকর করা হবে যাতে ১০ শতাংশের বেশি চালান সরাসরি পরীক্ষার প্রয়োজন না পড়ে। এ ধরনের কঠোর পরিদর্শন ব্যবস্থা কর ফাঁকি হ্রাস করবে এবং কর রাজস্ব বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।
- ✓ বাংলাদেশের বর্তমান কর কাঠামো ব্যাপকভাবে পরোক্ষ করের উপর নির্ভরশীল, বিশেষ করে বাণিজ্য করের উপর নির্ভর করে, যেখানে উন্নত দেশে প্রত্যক্ষ কর মোট রাজস্বে একটি বড় অবদান রাখে (বিশ্বব্যাংক ২০১৯)। সরকার প্রত্যক্ষ করের উপর জোর দিয়ে একটি নতুন আয়কর আইন প্রণয়ন করার পরিকল্পনা করছে। নতুন আইনটি করদাতাদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি, আয়কর মূল্যায়ন এবং বেশি পরিমাণে দেশি ও বিদেশী বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে। স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শক্রমে নতুন আয়কর আইন এর প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। নতুন কর আইন প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন সরকারের রাজস্ব সংস্কারের প্রচেষ্টায় একটি মাইলফলক হবে।
- ✓ কর দাখিল প্রক্রিয়া সহজীকরণ এবং উৎসে কর রিপোর্টিং ব্যবস্থা ও সংশ্লিষ্ট পদ্ধতি সংস্কারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি অনলাইনে কর দাখিলের বিকল্প ব্যবস্থা রাখাসহ ট্যাক্স কোডকে আরও জনবান্ধব করা হবে। কর দাখিল প্রক্রিয়া সহজীকরণের ফলে করদাতা এবং কর সংগ্রাহকদের মধ্যে সর্বনিম্ন যোগাযোগের মাধ্যমে বর্তমানে ব্যক্তিগত আয়করের নিম্ন ভিত্তি সম্প্রসারণ করা হবে।
- ✓ মধ্যমেয়াদে সরকারের উদ্দেশ্য হল ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিদ্যমান করদাতার সংখ্যা ২.২ মিলিয়ন থেকে ১০ মিলিয়নে উন্নীত করা। এনবিআর ইতোপূর্বে সারাদেশে অনেকগুলো মেলার আয়োজন করছে এবং আগামী অর্থবছরে রাজস্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ সংখ্যা আরো বৃদ্ধি করবে।

সরকারের নেয়া চলমান এবং প্রস্তাবিত সংস্কার পরিকল্পনাসমূহ দেশীয় রাজস্ব আহরণকে জোরদার করবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা সামনের বছরগুলোতে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত আর্থিক পরিসর সৃষ্টি করবে। বর্ধিত

অবকাঠামো ব্যয় অর্থনীতির সরবরাহের দিকের সমস্যাগুলি দূর করবে এবং দীর্ঘমেয়াদে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে দেশী ও বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে।

মধ্যমেয়াদে রাজস্ব পূর্বাভাস

৪.১৪। টেকসই রাজস্ব সক্ষমতা ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য বাংলাদেশ তার নিজস্ব অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আহরণ জোরদার করতে সংকল্পবদ্ধ। পরিকল্পনামাফিক জুলাই ২০১৯ থেকে মূল্য সংযোজন করের বাস্তবায়ন এবং পরবর্তীতে নতুন শুল্ক আইনের বাস্তবায়নের মাধ্যমে মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরণকে শক্তিশালী করা হবে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আহরণের পরিমাণ প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ৫.২ ট্রিলিয়ন টাকা যা অর্জন করতে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের পরিমাণ থেকে গড়ে ১৭.৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধির প্রয়োজন। এই আশাব্যঞ্জক প্রবৃদ্ধির চিত্র রাজস্ব-জিডিপি অনুপাতকে বর্তমান নিম্ন মাত্রা থেকে ১৫.৭ শতাংশে উন্নীত করবে।

সারণি ৪.৭: রাজস্ব আহরণের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ

(বিলিয়ন টাকা)

খাত	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রক্ষেপণ		
	২১৬৫.৬	৩৩৯২.৮	৩১৬৬.২	৩৭৭৮.১	৪৪১২.২	৫১৭৩.২
মোট রাজস্ব	(৯.৬)	(১৫.১)	(১২.৫)	(১৪.৯)	(১৫.৩)	(১৫.৭)
	{৭.৬}	{৫৬.৭}	{৪৬.২}	{১৯.৩}	{১৬.৮}	{১৭.২}
	১৯৪৩.৩	৩০৫৯.৩	২৮৯৬.০	৩৪০১.০	৩৯৮৪.২	৪৬৮৫.৮
কর রাজস্ব	(৮.৬)	(১৩.৬)	(১১.৪)	(১৩.৪)	(১৩.৮)	(১৪.২)
	{৯.১}	{৫৭.৪}	{৪৯.০}	{১৭.৪}	{১৭.১}	{১৭.৬}
	১৮৭১.০	২৯৬২.০	২৮০০.০	৩২৫৬.০	৩৮১৯.৫	৪৪৯৮.৪
এনবিআর রাজস্ব	(৮.৩)	(১৩.২)	(১১.০)	(১২.৮)	(১৩.২)	(১৩.৭)
	{৯.০}	{৫৮.৩}	{৪৯.৬}	{১৬.৩}	{১৭.৩}	{১৭.৮}
	৭২.২	৯৭.৩	৯৬.০	১৪৫.০	১৬৪.৬	১৮৭.৪
এনবিআর বহির্ভূত রাজস্ব	(০.৩)	(০.৪)	(০.৪)	(০.৬)	(০.৬)	(০.৬)
	{১২.২}	{৩৪.৭}	{৩২.৯}	{৫১.১}	{১৩.৫}	{১৩.৮}
	২২২.৩	৩৩৩.৫	২৭০.২	৩৭৭.১	৪২৮.১	৪৮৭.৩
কর বহির্ভূত রাজস্ব	(১.০)	(১.৫)	(১.১)	(১.৫)	(১.৫)	(১.৫)
	{-৪.০}	{৫০.০}	{২১.৬}	{৩৯.৬}	{১৩.৫}	{১৩.৮}

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, () বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশে, {} বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা বাৎসরিক প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে

৪.১৫। মধ্য মেয়াদে মোট রাজস্ব আহরণ প্রধানত এনবিআর কর রাজস্ব সংগ্রহের উপর নির্ভর করে কারণ এটি বিগত পাঁচ বছরে গড়ে মোট রাজস্ব আহরণের ৮৪.১ শতাংশ ছিল। তাই মোট রাজস্ব আহরণের ধারণা পেতে এনবিআর করের বিভিন্ন উৎসগুলো থেকে রাজস্ব আহরণের সম্ভাবনা আলোচনা করা হয়েছে। মূল আইনের একক হারের স্থলে বহুমুখী হারের মাধ্যমে জুলাই ২০১৯ থেকে মূসক এবং সম্পূরক শুল্ক আইন ২০১২ বাস্তবায়ন করা হবে, ফলে মধ্যমেয়াদে মূসক ও সম্পূরক শুল্ক এনবিআর করের সর্ববৃহৎ উৎস হিসেবে থাকবে। মূসক এবং সম্পূরক শুল্ক , আয় ও মুনাফার উপর কর এবং শুল্ক কর ২০১৮-১৯ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত যথাক্রমে গড়ে ১৩.২ শতাংশ, ২২.৮ শতাংশ এবং ১২.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। ফলে, এনবিআর করের এ উৎসসমূহ ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জিডিপি'র ৫.৯ শতাংশ, ৩.৭ শতাংশ ও ১.২ শতাংশ শতাংশ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর নাগাদ ৬.৬ শতাংশ, ৫.৪ শতাংশ ও ১.৪ শতাংশ হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে।

সারণি ৪.৮: এনবিআর করের উৎসসমূহের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ

(বিলিয়ন টাকা)

খাত	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
	প্রকৃত	বাজেট	বাজেট (সংশোধিত)	প্রক্ষেপণ		
আয় এবং মুনাফার	৫৯০.৩	১০০৭.২	৯৫১.৭	১১৩৯.১	১৪৪৮.৮	১৭৬১.৯
উপর কর	(৩.০)	(৪.৫)	(৩.৭)	(৪.৫)	(৫.০)	(৫.৪)
কর শুল্ক	১৯৯.৯	৩২৫.৫	৩১৪.৪	৩৬৫.৫	৩৯৫.১	৪৪৯.৮
	(১.০)	(১.৪)	(১.২)	(১.৪)	(১.৪)	(১.৪)
মূসক এবং সম্পূরক	১০৪৭.৩	১৫৯৩.২	১৫০০.২	১৭১২.২	১৮৭৬.৮	২১৭৪.২
শুল্ক	(৫.৩)	(৭.১)	(৫.৯)	(৬.৮)	(৬.৫)	(৬.৬)
অন্যান্য এনবিআর কর	৩৩.৬	৩৬.১	৩৩.৮	৩৯.২	৯৮.৮	১১২.৫

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, () বন্ধনীর ভিতরের অংকসমূহ জিডিপি'র শতাংশে নির্দেশ করে

ঘাটতি অর্থায়ন এবং ঋণ ব্যবস্থাপনা

ঘাটতি অর্থায়ন

৪.১৬। টেকসই ঋণ-জিডিপির ভারসাম্য বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার বিচক্ষণ রাজস্ব নীতি গ্রহণ করেছে। এ ধারাবাহিকতায়, সরকার বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৫ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট রাজস্ব নীতি গ্রহণ করেছে। ফলে বিগত দশকে উচচ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সত্ত্বেও সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখা সম্ভব হয়েছে। ঘাটতি অর্থায়ন অভ্যন্তরীণ ও বহি:খাত উভয় খাত হতে করা হয়। অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে সরকার ব্যাংক এবং ব্যাংক বহির্ভূত উভয় উৎস থেকে ঋণ নিয়ে থাকে।

ব্যাংকিং খাতে ঋণ

৪.১৭। ব্যাংকিং খাত থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার ট্রেজারি বিল (১ বছর বা তার কম মেয়াদ) ও ট্রেজারি বন্ড (১ বছরের বেশী মেয়াদ) ব্যবহার করে থাকে। এই ট্রেজারি সিকিউরিটিজগুলো সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রয়যোগ্য। এছাড়া জরুরি প্রয়োজনে ক্যাশ চাহিদা মেটাতে সরকার বাজার ব্যবস্থার বাইরের কিছু ঋণ উপকরণ যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক প্রদত্ত উপায় ও উপকরণ অগ্রিম, ওভারড্রাফট ঋণ সংগ্রহ করে থাকে। সরকার গত পাঁচ বছরে ব্যাংকিং উৎস থেকে গড়ে ৯.৩ শতাংশ ঘাটতি অর্থায়ন পূরণ করেছে (টেবিল ৪.৯)।

ব্যাংক বহির্ভূত খাতে ঋণ

৪.১৮। সরকারের ব্যাংক বহির্ভূত অর্থায়নের প্রধান উৎস হচ্ছে নন মার্কেটেবল সঞ্চয়ী ইন্সট্রুমেন্টস যেমন বিভিন্ন মেয়াদের জাতীয় সঞ্চয়পত্র। সরকার বিগত পাঁচ বছরে ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে গড়ে ৬৯.৩ শতাংশ ঘাটতি অর্থায়ন পূরণ করেছে (টেবিল ৪.৯) ।

সারণি ৪.৯: ঘাটতি অর্থায়নের গতিধারা

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থায়নের উৎস	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
মোট অর্থায়ন	৪৭৮.৩	৬২১.৯	৬৭৩.২	৬৭৫.০	১০৫৪.৯
	(৩.৬)	(৪.১)	(৩.৯)	(৩.৪)	(৪.৭)
বৈদেশিক (নীট)	৯৭.১	১১০.২	১৫৯.৮	১২৩.০	২৬৪.৯
	(০.৭)	(০.৭)	(০.৯)	(০.৭)	(১.২)
ঋণ	১১৯.৪	১৫৭.৮	২০৪.৮	১৮৮.৫	৩৩১.৩
অনুদান	৬৩.৬	২৩.২	২১.৭	৭.০	৮.৭
পরিশোধ	৮৫.৯	৭০.৮	৬৬.৬	৭২.০	৭৫.১
অভ্যন্তরীণ	৩৮১.৪	৫১১.৭	৫১৩.৪	৫৫৯.৯	৭৯০.০
	(২.৮)	(৩.৪)	(৩.০)	(২.৮)	(৩.৫)
ব্যাংক	১৮১.৭	৫.১	১০৬.১	-৮৩.৮	১১৭.৩
ব্যাংক বহির্ভূত	১৯৯.৭	৫০৫.১	৪০৭.৩	৬৪২.৫	৬৭২.৭
জাতীয় সঞ্চয় পরিদপ্তর	১১৭.১	২৮৭.১	৩৪১.৫	৫১৮.০	৪৬২.৯
অন্যান্য	৮২.৬	২১৮.১	৬৫.৭	১২৪.৫	২০৯.৮

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, () বন্ধনীর ভিতরের অংকসমূহ জিডিপি'র শতাংশে নির্দেশ করে

বৈদেশিক ঋণ

৪.১৯। অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে উচ্চ সুদের ঝুঁকি থাকায় সরকার বহিঃ উৎস হতেও ঋণ নেয়। বহিঃ উৎসের মধ্যে ঋণ/অনুদান প্রধানত দ্বিপাক্ষিক ও বহুপক্ষীয় উন্নয়ন অংশীদারদের থেকে নেয়া হয়। বহিঃ উৎস থেকে প্রাপ্ত ঋণের পরিমাণ বিদেশী সাহায্য নির্ভর প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাত্রার উপর নির্ভর করে। বৈদেশি ঋণসমূহ প্রধানত স্বল্প সুদে নেয়া হয়। সরকার গত পাঁচ বছরে বহি: উৎস থেকে গড়ে ২১.০ শতাংশ ঘাটতি অর্থায়ন করেছে (সারণি ৪.৯)।

চিত্র ৪.৫: ঘাটতি অর্থায়নের প্রবণতা (জিডিপি’র শতাংশে)

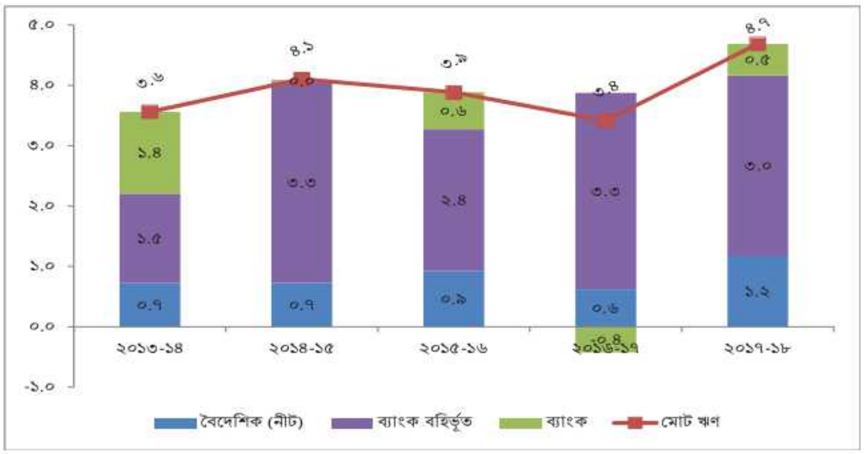

সূত্রঃ চিত্রটি সারণি ৪.৯- এর ডাটা ব্যবহার করে অঙ্কন করা হয়েছে

ঘাটতি অর্থায়নের গতিধারা

৪.২০। বাজেট ঘাটতি, যা গত ৫ বছরে গড়ে জিডিপির ৩.৯ শতাংশ ছিল, ২০১৩-১৪ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরের শেষে ১.১ শতাংশ বেড়েছে। পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ধীরগতিতে রাজস্ব আহরণের কারণে বাজেট ঘাটতি ১.৩ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৭ শতাংশ হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এ বাজেট ঘাটতি সরকারের সর্বোচ্চ ঘাটতি লক্ষ্যমাত্রার (জিডিপি’র ৫ শতাংশ) চেয়ে কম। উৎসগুলোর মধ্যে গত পাঁচ বছরে মোট অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ ঋণের অবদান ছিল ৭৯.০ শতাংশ এবং বহিঃ ঋণের অবদান ২১.০ শতাংশ। একই সময়ে অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক এবং ব্যাংক বহির্ভূত ঋণের অনুপাত ১: ৭.৪, এবং বিদেশি উৎস হতে অর্থায়নে ঋণ এবং অনুদানের অনুপাত ৮.১:১ । অভ্যন্তরীণ উৎসসমূহের মধ্যে ব্যাংক বহির্ভূত ঋণের প্রবৃদ্ধির প্রবণতা রয়েছে, যেমন এটি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপি’র ১.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে জিডিপির ৩.০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে ব্যাংক ঋণ হ্রাসের প্রবণতা আছে অর্থাৎ এটি ২০১৩-১৪ অর্থবছরে জিডিপি’র ১.৪ শতাংশ থেকে কমে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ০.৫ শতাংশে নেমেছে।

মধ্যমেয়াদে অর্থায়নের পূর্বাভাস

৪.২১। মধ্যমেয়াদে সরকার সামষ্টিক অর্থনীতির প্রক্ষেপণের সাথে সঙ্গতি রেখেই অভ্যন্তরীণ ঋণের ইন্সট্রুমেন্টসমূহের মিশ্রণ বজায় রাখতে চায়। নীট জাতীয় সঞ্চয়পত্রের বিক্রয়, যেটি ব্যাংক বহির্ভূত অর্থায়নের একটি বৃহৎ উৎস, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রত্যাশা অনুযায়ী হ্রাস পায়নি। বাজার সুদের হার (বিশেষ করে ফিক্সড ডিপোজিটের সুদের হার) এবং জাতীয় সঞ্চয়পত্রের সুদের হারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের কারণে এটি সম্ভব হয়নি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে নীট জাতীয় সঞ্চয়পত্রের বিক্রয়ের বাজেট লক্ষ্যমাত্রা (২৬২.০ বিলিয়ন টাকা) জানুয়ারি, ২০১৯ এর মধ্যেই অতিক্রম করেছে। যার কারণে সংশোধিত বাজেটে পূর্ব ঘোষিত সঞ্চয়পত্র বিক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা ৪৫০ বিলিয়ন টাকা পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের মোট ঋণের ৩৫.৮ শতাংশ। সঞ্চয়পত্র বিক্রয়ে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ না থাকায় এবং ধীরগতিতে রাজস্ব সংগ্রহের ফলে সরকার মোট অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা বাজেটে ঘোষিত মূল লক্ষ্যমাত্রা থেকে সংশোধিত বাজেটে ০.৫ শতাংশ বৃদ্ধি করেছে যার মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ১০.৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বৈদেশিক ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ১২.৭ শতাংশ কমেছে।

সারণি ৪.১০: ঋণ অর্থায়নের মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ

(বিলিয়ন টাকা)

ঋণের উৎস	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রক্ষেপণ		
মোট ঋণ	১০৫৪.৯	১২৫২.৯	১২৫৯.৩	১৪৫৩.৮	১৬৪৭.১	১৮৭৫.২
	(৪.৭)	(৪.৯)	(৫.০)	(৫.০)	(৫.০)	(৫.০)
বৈদেশিক (নীট)	২৬৪.৯	৫৪০.৭	৪৭১.৮	৬০৫.৮	৬৪৫.৪	৬৬৩.৫
	(১.২)	(২.১)	(১.৯)	(২.৪)	(২.০)	(১.৮)
	{২৫.১}	{৪৩.২}	{৩৭.৫}	{৪৬.৮}	{৩৯.২}	{৩৫.৪}
ঋণ	৩৩১.৩	৬০৫.৯	৫৩৮.৮	৭৫৩.৯	৭২৪.৪	৭৪৯.৭
অনুদান	৮.৭	৪০.৫	৩৭.৯	৪১.৭	৪২.৮	৪৫.০
পরিশোধ	৭৫.১	১০৫.৭	১০৪.৯	১১৫.৪	১২১.৮	১৩১.২
অভ্যন্তরীণ	৭৯০.০	৭১২.৩	৭৮৭.৫	৭৭৩.৬	১০০১.৭	১২১১.৬
	{৭৪.৯}	{৫৬.৮}	{৬২.৫}	{৫৩.২}	{৬০.৮}	{৬৪.৬}

ঋণের উৎস	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রক্ষেপণ		
ব্যাংক	১১৭.৩	৪২০.৩	৩০৯.০	৪৭৩.৬	৭২১.৭	৯২১.৬
ব্যাংক বহির্ভূত	৬৭২.৭	২৯২.০	৪৭৮.৫	৩০০.০	২৮০.০	২৯০.০
জাতীয় সঞ্চয়পত্র	৪৬২.৯	২৬২.০	৪৫০.০	২৭০.০	২৫০.০	২৬০.০
অন্যান্য	২০৯.৮	৩০.০	২৮.৫	৩০.০	৩০.০	৩০.০

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, () বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশে, {} বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা মোট ঋণের শতাংশ নির্দেশ করে

৪.২২। বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের জন্য সরকার ২০১৯-২০ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপি'র ৫.০ শতাংশ পর্যন্ত ঋণ গ্রহণের পরিকল্পনা করেছে (সারণি ৪.১০)। মধ্যমেয়াদে সরকার ব্যাংক বহির্ভূত ঋণের অর্থায়ন কমাতে চায় এবং ব্যাংক ঋণের অর্থায়ন বাড়াতে চায়। অভ্যন্তরীণ ঋণের লক্ষ্যমাত্রা ২০২১-২২ অর্থবছর নাগাদ প্রক্ষেপিত হয়েছে জিডিপি'র ৩.২ শতাংশ, যেখানে ব্যাংক এবং ব্যাংক বহির্ভূত উৎসের অনুপাত হবে ৩.২:১। নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে চাইলে ঋণের বর্তমান ঋণের প্রবণতা (২০১৮-১৯ অর্থবছরে ব্যাংকঃ ব্যাংক বহির্ভূত=১:১.৫) অবশ্যই বিপরীত হতে হবে। নীট বহি: উৎস থেকে অর্থায়ন আগামী তিন বছরের জন্য গড়ে জিডিপি'র ২.০ শতাংশ প্রক্ষেপণ করা হয়।

চিত্র ৪.৬: মধ্যমেয়াদে অর্থায়নের প্রবণতা (জিডিপি'র শতাংশে)

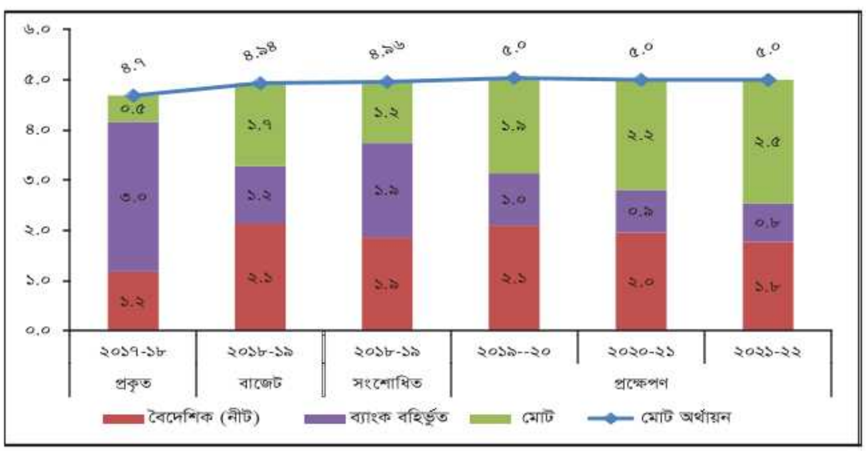

সূত্রঃ চিত্রটি সারণি ৪.১০- এর ডাটা ব্যবহার করে অঙ্কন করা হয়েছে

ঋণ গ্রহণ কৌশল

৪.২৩। সরকারি অর্থ ও বাজেট ব্যবস্থাপনা আইন ২০০৯ অনুসারে একটি বিচক্ষণ ঋণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সরকারের সুনির্দিষ্ট নীতি রয়েছে। সরকার দূরদর্শী ঋণ কৌশল গ্রহণ, ঋণগ্রহণের মাধ্যমসমূহের যথাযথ ঋণ মিশ্রণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ঋণের ব্যয় ও ঝুঁকি হ্রাস করছে। বাংলাদেশ ইতোপূর্বে দ্বিপাক্ষিক ও বহুজাতিক উন্নয়ন সংস্থা থেকে অল্পসুদে ঋণ গ্রহণ করত। তবে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার পর অভ্যন্তরীণ ঋণের তুলনায় বৈদেশিক ঋণের সুদের খরচ এখনও তুলনামূলকভাবে কম। অতএব বহি: উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ এখনও একটি উপযুক্ত কৌশল, কারণ এর মাধ্যমে প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করা সম্ভব।

৪.২৪। অভ্যন্তরীণ ঋণের ক্ষেত্রে, জাতীয় সঞ্চয়পত্র একটি বড় উৎস কিন্তু এটির উচ্চ সুদ ব্যয় রাজস্ব সহনীয়তার জন্য ঝুঁকির কারণ। এজন্য সরকার ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ বিশেষ করে জাতীয় সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে গৃহীত ঋণ কমাতে চায়। এ লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে সংস্কার কার্যক্রম শুরু করেছে। যেমন মহানগর এলাকায় জাতীয় সঞ্চয়পত্রের ক্রেতাদের জাতীয় পরিচয় পত্র সংযুক্ত ডাটাবেস প্রস্তুত করা, যা একজন ক্রেতাকে অতিরিক্ত সঞ্চয়পত্র ক্রয়ের ব্যক্তিসীমা অতিক্রম করতে বাধা দিবে। দেশের সকল জায়গায় জাতীয় পরিচয়পত্র সংযুক্ত ডাটাবেসের মাধ্যমে জাতীয় সঞ্চয়পত্রের বিক্রয় ১ জুলাই, ২০১৯ এর পর শুরু হবে। উপরন্তু, সরকার জাতীয় সঞ্চয়পত্রের বিনিয়োগ থেকে অর্জিত আয়ের উপর উৎস কর বাড়ানোর কথা চিন্তা করছে। এই পদক্ষেপসমূহের মাধ্যমে আগামী বছরগুলোতে জাতীয় সঞ্চয়পত্রের বিক্রয় হ্রাসের প্রত্যাশা করা হচ্ছে।

ঋণের আকার

৪.২৫। স্বল্প রাজস্ব আহরণের কারণে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বজায় রাখতে সরকার অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক উভয় উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে দেশের সর্বমোট ঋণের স্থিতি ছিল ৭.২ ট্রিলিয়ন টাকা, যা জিডিপি'র ৩১.৯ শতাংশ। অভ্যন্তরীণ এবং বহি: উৎস হতে ঋণের অনুপাত ছিল ১.৬:১। উৎস সমূহের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ঋণ এবং বৈদেশিক ঋণ ছিল যথাক্রমে জিডিপি'র ১৯.৭ শতাংশ এবং ১২.২ শতাংশ।

সারণি ৪.১১: ঋণ স্থিতির মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ

(বিলিয়ন টাকা)

সূচক	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রক্ষেপণ		
	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
মোট ঋণ	৭১৮৫.৯	৭৪০৪.৭	৮৫৩১.৪	৯৭৯৫.১	১১৪৯৬.৪	১৩৩৭৩.৮
	(৩১.৯)	(২৯.২)	(৩৩.৬)	(৩৩.৯)	(৩৪.৯)	(৩৫.৭)
	৪৪৩৪.৫	৪৫৫৭.৮	৫২৩৯.৫	৬০৩১.৩	৭০৫২.৩	৮২৮৪.৩
অভ্যন্তরীণ	(১৯.৭)	(১৮.০)	(২০.৭)	(২০.৯)	(২১.৪)	(২১.১)
	{৬১.৭}	{৬১.৬}	{৬১.৪}	{৬১.৯}	{৬১.৩}	{৬১.৯}
	২৭৫১.৩	২৮৪৬.৮	৩২৯২.০	৩৭৬৩.৮	৪৪৪৪.০	৫০৮৯.৪
বৈদেশিক	(১২.২)	(১১.২)	(১৩.০)	(১৩.০)	(১৩.৫)	(১৩.৬)
	{৩৮.৩}	{৩৮.৪}	{৩৮.৬}	{৩৮.৪}	{৩৮.৭}	{৩৮.১}

উৎসঃ অর্থ বিভাগ; () বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা জিডিপি'র শতাংশে, {} বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা মোট ঋণ স্থিতির শতাংশে নির্দেশ করে

ঋণ স্থিতির মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ

৪.২৬। বাজেটের আকার বৃদ্ধির বিপরীতে ধীর গতিতে রাজস্ব আহরণের কারণে মধ্যমেয়াদে সামগ্রিক ঋণের স্থিতি কিছুটা বাড়বে বলে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। মোট ঋণ স্থিতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জিডিপি'র ৩৩.৬ শতাংশ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে জিডিপি'র ৩৫.৭ শতাংশে উন্নীত হবে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। একই সময়ে অভ্যন্তরীণ ঋণ জিডিপি'র বিদ্যমান ২০.৭ শতাংশ হতে বেড়ে জিডিপি'র ২২.১ শতাংশে দাঁড়াবে এবং বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বিদ্যমান জিডিপি'র ১৩.০ শতাংশ হতে বেড়ে ১৩.৬ শতাংশে পৌছাবে।

চিত্র ৪.৭: ঋণ স্থিতির মধ্যমেয়াদি প্রক্ষেপণ (জিডিপি'র শতাংশে)

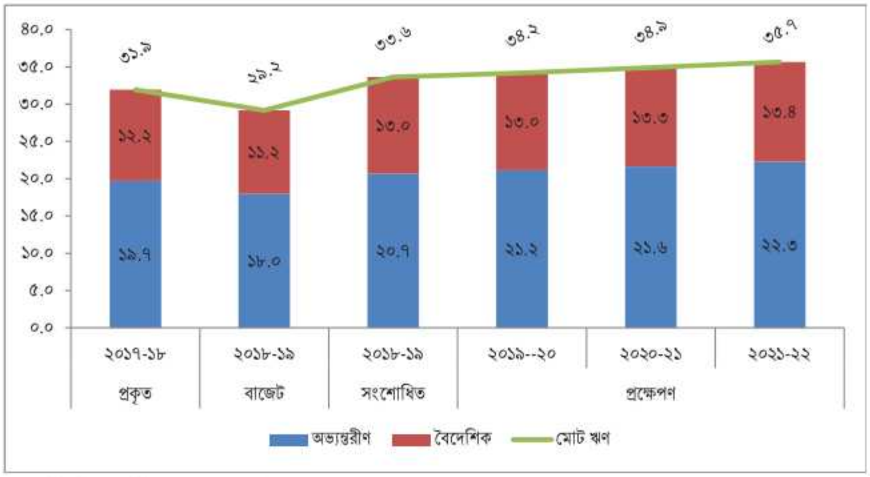

সূত্রঃ চিত্রটি সারণি ৪.১১- এর ডাটা ব্যবহার করে অঙ্কন করা হয়েছে

ঋণধারণ সক্ষমতা

৪.২৭। সরকার কর্তৃক গৃহীত বিচক্ষণ ঋণ ব্যবস্থাপনার কারণে সরকারি ঋণ মধ্যমেয়াদে সহনীয় পর্যায় থাকবে। মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে ঋণ ঝুঁকিমুক্ত এবং সহনীয় পর্যায়ে আছে কিনা তা যাচাই করতে সরকার বাস্তবতার নিরিখে ঋণ ধারণ সক্ষমতা বিশ্লেষণ করেছে। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ এর যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত ঋণ ধারণ সক্ষমতার বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০৩৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সরকারি ঋণ পোর্টফোলিওতে বড় ধরণের কোন ঝুঁকি নেই। ২০১৮-১৯ অর্থবছর শেষে বাংলাদেশের সর্বমোট ঋণ-জিডিপি'র অনুপাত ৩৩.৬ শতাংশ, যা সমপর্যায়ের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক কম। একই সময়ে বৈদেশিক ঋণের স্থিতি জিডিপি'র প্রায় ১৩.০ শতাংশ। উল্লেখ্য, নিম্ন আয়ের দেশগুলোর জন্য সিপিআইএ সূচকে (দেশ নীতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক মূল্যায়ন) এই ঋণের স্থিতি জিডিপি'র ৪০ শতাংশ পর্যন্ত সহনীয়।

ঋণের ব্যয়

৪.২৮। বাংলাদেশের ঋণ ব্যবস্থাপনা কৌশল এর মূল লক্ষ্য হলো ঋণ পরিশোধ ব্যয়কে স্বস্তিদায়ক পর্যায়ে রাখা। সহজ শর্তের বৈদেশিক ঋণের কারণে ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশের ঋণের সুদ ব্যয় কম। কিন্তু সম্প্রতি উচ্চ সুদের সঞ্চয়

পত্রের অত্যধিক বিক্রয়ের কারণে সরকারের ঋণ খরচ বাড়ছে। জাতীয় সঞ্চয়পত্রের বিক্রয় বৃদ্ধি পাওয়ায় মোট সুদ ব্যয়ের মধ্যে অভ্যন্তরীণ সুদ ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় সরকারের মোট ব্যয়ের ১২.২ শতাংশ প্রক্ষেপণ করা হয়েছে, যা ২০১৮-১৯ সালের সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী ছিল ১১.০ শতাংশ। তা সত্ত্বেও এই সুদ ব্যয় এখনও সহনীয় পর্যায়ে রয়েছে কারণ বাংলাদেশ সাম্প্রতিককালে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে এবং মধ্যমেয়াদে এটি উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের পথে রয়েছে।

সারণি ৪.১২: ঋণের ব্যয়

(বিলিয়ন টাকা)

খাত	প্রকৃত	বাজেট	সংশোধিত	প্রক্ষেপণ		
	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
সুদ পরিশোধ	৪১৭.৭	৫১৩.৪	৪৮৭.৪	৫২১.৫	৭২৫.১	৮৬৩.০
	(১৩.০)	(১১.১)	(১১.০)	(১০.০)	(১২.০)	(১২.২)
	{৬.৩}	{৭.০}	{৬.১}	{৫.৭}	{৬.৮}	{৬.৯}
অভ্যন্তরীণ	৩৮১.৬	৪৮৩.৮	৪৫২.৮	৪৯০.০	৬৯১.৫	৮২৪.৭
বৈদেশিক	৩৬.১	২৯.৬	৩৪.৭	৩১.৫	৩৩.৭	৩৮.৩

উৎসঃ অর্থ বিভাগ, () বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা মোট সরকারি ব্যয়ের শতাংশ, {} বন্ধনীর ভিতরের সংখ্যা কার্যকর সুদের হার নির্দেশ করে।

চিত্র ৪.৮: ঋণের ব্যয়

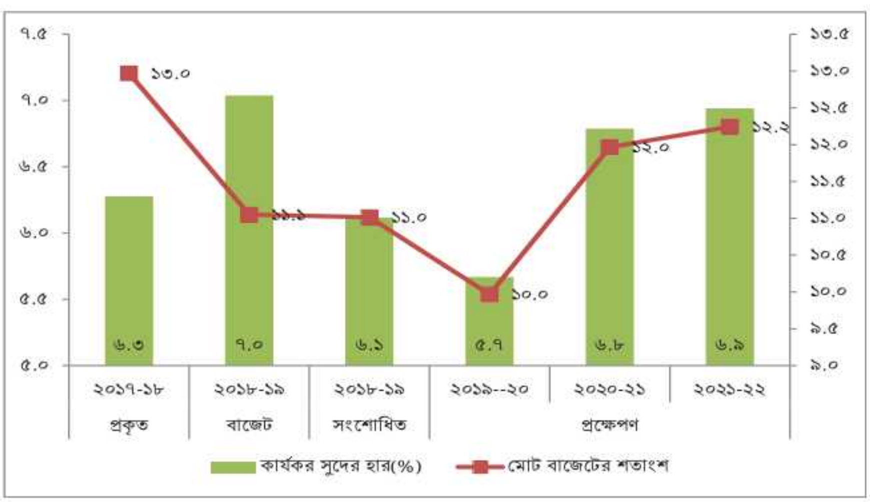

সূত্রঃ চিত্রটি সারণি ৪.১২- এর ডাটা ব্যবহার করে অঙ্কন করা হয়েছে

ঋণের ঝুঁকি

৪.২৯। ঋণ-জিডিপি অনুপাতের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভাল অবস্থানে রয়েছে কারণ এটি তার সমমানের দেশগুলোর তুলনায় কম; যদিও ২০২১-২২ সাল নাগাদ এটি কিছুটা বাড়বে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে (২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০২১-২২ অর্থবছরে আনুমানিক ২.০ শতাংশ বাড়বে)। সুদের হারের ঝুঁকি এখনও কম কারণ বৈদেশিক ঋণের উল্লেখযোগ্য অংশ স্বল্প সুদে নেয়া হয়েছে। যাহোক, সম্প্রতি বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত হওয়ায়, বৈদেশিক অর্থায়নের ব্যয় পূর্বের মাত্রা থেকে বাড়বে মর্মে প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। তাছাড়া, জাতীয় সঞ্চয়পত্র থেকে উচ্চ সুদের হারে ঋণ গ্রহণ বেড়ে যাওয়ায় সামগ্রিকভাবে সুদের হার বাড়ছে (চিত্র ৪.৮)। মধ্যমেয়াদে কার্যকর সুদের হারের একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতা সরকারের বাজেটের পরিসর কমাতে পারে। যাহোক, কার্যকর সুদের হারের তুলনায় উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কারণে মধ্যমেয়াদে সরকারি ঋণ অস্থিতিশীল হবে না।

৪.৩০। বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের স্থিতি তার সমমানের দেশসমূহের তুলনায় কম এবং সময়মত ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বরাবরই সক্ষমতার নজির রেখেছে। এপ্রিল, ২০১৯ পর্যন্ত বৈদেশিক ঋণের স্থিতি ৩৯.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের নমিনাল জিডিপি'র (সাময়িক) ১৩.০ শতাংশ। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশের বৈদেশিক ঋণ পরিশোধের দায়বদ্ধতা (সুদসহ ঋণ পরিশোধের পরিমাণ) ১.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দেশের রপ্তানি আয়ের ৪.০ শতাংশ। এটি সরকারের পর্যাপ্ত ঋণ পরিশোধের সক্ষমতা নির্দেশ করে। তবে সরকারকে মুদ্রা বিনিময় হার সংক্রান্ত ঝুঁকি এড়াতে বিনিময় হার ও বৈদেশিক মুদ্রায় গৃহীত ঋণসমূহকে পর্যবেক্ষণে রাখা জরুরি।

প্রচ্ছন্ন দায়

৪.৩১। সরকার সাধারণত সরকারি মালিকানাধীন আর্থিক ও অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতসমূহ যেমন বিদ্যুৎ, জ্বালানী এবং কৃষির ক্ষেত্রে গৃহীত ঋণের জন্য গ্যারান্টি ও কাউন্টার গ্যারান্টি প্রদান করে থাকে। এ সমস্ত ঋণের অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহ ফেরত দিতে ব্যর্থ হলেই কেবল তা পরিশোধের দায়-দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তাবে।

৪.৩২। মে, ২০১৯ সাল পর্যন্ত সরকারের প্রদত্ত গ্যারান্টি ও কাউন্টার গ্যারান্টির অভিহিত মূল্য ৫২ হাজার ২৫০.৪২ কোটি টাকা, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরের নমিনাল জিডিপি'র (সাময়িক) ২.১ শতাংশ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরের মোট বাজেটের ১০.০ শতাংশ। মোট প্রচ্ছন্ন দায়ের ৭১.১ শতাংশ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে, ৯.৪ শতাংশ বাংলাদেশ বিমানে ও ৬.০ শতাংশ কৃষি খাতে।

৪.৩৩। প্রচ্ছন্ন দায়ের এ স্থিতি যাতে সরকারের প্রকৃত দায়ে পরিণত না হয় সে লক্ষ্যে ঝুঁকি কাঠামোর আওতায় প্রচ্ছন্ন দায় পরিবীক্ষণের প্রয়োজনীয় পদ্ধতি সরকার প্রণয়ন করেছে। সরকার কর্তৃক প্রণীত সভরেন গ্যারান্টি ও কাউন্টার গ্যারান্টি নীতিমালা প্রচ্ছন্ন দায়কে সহনীয় পর্যায়ে রাখছে।